OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 85
Website: https://tirj.org.in, Page No. 722 - 730
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 722 - 730
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

ভারতীয় দর্শনের আলোকে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব প্রতিপাদন

পিউ চক্রবর্ত্তী
অতিথি অধ্যাপিকা
সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : piu2013chak@gmail.com

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword
Nyāya, Vaiśesika, Mana, cārvāka, Upaniṣad, Deha, Indriya.

Abstract

According to Nyāya and Vaiśesika there are six senses - eyes, ears, nose, tongue, skin, and mind. Among these, the eyes, ears, nose, tongue, and skin are external senses, and the mind is internal. Most Indian philosophical systems have discussed this subject. But the mind has not been considered in isolation. Buddhist philosophers have made a significant contribution in this regard. Some Western philosophers have also analysed the nature of the mind. Both Buddhist and Western philosophical views have discussed the projection of the mind's image. The mind is not the only internal instrument in this metaphysical context. Alongside the five external senses (eye, ear, nose, tongue, skin), the mind is considered the sixth sense. But unlike the others, the mind is an internal faculty — thus, it is called the inner sense. Among those who possess all the senses, their intelligence, happiness, sorrow, desires, and emotions can be analysed. It is said that everything perceptible is ultimately processed through the mind, and hence the cooperation of the mind is necessary for any sensory experience to become conscious. However, the Upanishads sometimes describe the mind as an organ higher than the senses. For instance, for those who have mastered their minds, no external stimulus or help is needed — neither from external objects nor the body itself — the mind alone can function independently. According to the Nyāya and Vaiśesika schools of philosophy, these six senses are essential in understanding the world and perceiving truth through the mind. If we attempt to live life solely with external senses, the mind cannot achieve complete fulfillment. The mind, being an internal sense, can independently grasp abstract or subtle matters like beauty or sorrow. But external senses are often limited in grasping abstract and subtle subjects; they require the cooperation of the mind. If the mind does not cooperate with the external senses, then the external senses alone cannot fully perceive such abstract concepts. Hence, the mind becomes essential for the interpretation of sense data. This is why many of those schools consider the mind to be the greatest of all senses.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 85
Website: https://tirj.org.in, Page No. 722 - 730
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

ন্যায় ও বৈশেষিক মতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন – এই ছ'টি ইন্দ্রিয়। এর মধ্যে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক হল বহিরিন্দ্রিয় এবং মন হল অন্তরিন্দ্রিয়। অধিকাংশ ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় এই বিষয়ে একমত। কিন্তু মন সম্বন্ধে বিরোধীমতও রয়েছে। জড়বাদী চার্বাক শেষ পর্যন্ত মনকেই আত্মা বলেন। নৈয়ায়িকগণ এইমত খন্ডন করেন। বেদান্তদর্শনেও কেউ কেউ মনকে অন্তরিন্দ্রিয়রূপে স্বীকার করেননি। সুতরাং ভারতীয় দর্শনে মনের ইন্দ্রিয়ত্ব প্রতিপাদনের প্রয়োজন রয়েছে।

।। ক।।

মনাত্মবাদ ও তার খন্ডন

ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা আছে, সমস্ত ইন্দ্রিয়গণ পিতা প্রজাপতির নিকটে গিয়ে একদা প্রশ্ন করেছিল – "ভগবান, আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে?"[১] চার্বাক সম্প্রদায় এই উক্তি উদ্ধৃত করেই বলেন – ইন্দ্রিয়ই আত্মা। যুক্তি হল, ইন্দ্রিয় না থাকলে শরীর অচল হয়ে পড়ে। তাছাড়াও – 'আমি অন্ধ', 'আমি বধির' – এমন উক্তি তো লোকব্যবহারেই প্রসিদ্ধ আছে। অতএব, ইন্দ্রিয়ই আত্মা। কোন কোন চার্বাক সম্প্রদায় আবার ইন্দ্রিয়গুলির মধ্যে 'মন'-কে শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রিয় রূপে পরিগণিত করে মনকেই আত্মা বলেছেন। মনই ইন্দ্রিয়বর্গের 'নিয়ন্তা', মনের ইচ্ছানুসারেই ইন্দ্রিয়গুলি পরিচালিত হয়ে থাকে। মন পশ্চাতে না থাকলে কোনও ইন্দ্রিয়ই স্ব-স্ব-কার্য্য সম্পাদন করতে পারে না। মন উপস্থিত না থাকলে ইন্দ্রিয়গুলি বলবে, - "অন্যত্র মে মনোঽভূদিত্যাহ নাহমেতান্নাম প্রজ্ঞাসিষামিতি"[২] – অর্থাৎ, এই বিষয়ে আমি জানতে পারি নি, বা রূপাদি বিষয় আমি গ্রহণ করতে পারি নি; কারণ প্রকৃত গ্রাহক, আমাদের প্রভু, মন উপস্থিত ছিলেন না। মনঃসংযোগ না থাকলে সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য্যই ব্যর্থ হয়ে যায়; সুতরাং মনই হলেন প্রকৃত দ্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, এবং বোদ্ধা; কর্তা এই মনই "পশ্যতি, শৃণোতি, গন্ধানাজিঘ্রতি, বাচং ব্যাকরোতি, স্বাদু চ অস্বাদু চ বিজানাতি;"[৩] সুতরাং, মনই আত্মা।

তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে, - "অন্তরাত্মা মনোময়ঃ। তেনৈষ পূর্ণঃ"। তখন ঐতরেয়ের ঋষি প্রশ্ন করলেন – 'কোহয়মাত্মেতি?' – তার উত্তরে বলা আছে – "যদেতদ্ হৃদয়ং মনশ্চৈতৎ সংজ্ঞানমাজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টিধৃতির্মতিঃ মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি সর্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি। প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"। যেই প্রজ্ঞান সেই মন; প্রজ্ঞান ব্রহ্ম; সুতরাং মনই ব্রহ্ম বা আত্মা। *কঠোপনিষদেও* বলা আছে, - "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থাঃ অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।"[৪]

এর পর ক্রমে আসে চার্বাকসম্মত ইন্দ্রিয়াত্মবাদ, প্রাণাত্মবাদ ও সব শেষে মনাত্মবাদের কথা। যান্ত্রিক স্থূল দেহের আত্মত্ব স্বীকার করলে অনেক অনুপপত্তি দেখা যায়, এটা বুঝে সুশিক্ষিত চার্বাক সম্প্রদায় বলে থাকেন, ইন্দ্রিয়সমূহ হতেই শারীরিক প্রচেষ্টার উৎপত্তি, সুতরাং ইন্দ্রিয়ই আত্মা। আমি অন্ধ, আমি বধির প্রভৃতি বাক্যে প্রকাশিত অনুভবের দ্বারাও চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়েরই 'আমি' অর্থাৎ আত্মার সহিত তাদাত্ম্যসম্বন্ধ স্বীকৃত হয়।

বাৎস্যায়ন তাঁর *ন্যায়সূত্রভাষ্যে* চার্বাক পূর্বপক্ষ স্থাপনে বলেন, ইন্দ্রিয়গুলি স্ব-স্ব-বিষয়কে গ্রহণ করে, অর্থাৎ চক্ষু কেবল দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয় 'রূপ'কে, কর্ণ কেবল শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয় 'শব্দ'কে, নাসিকা কেবল ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয় 'গন্ধ'কে, জিহ্বা কেবল রসনেন্দ্রিয়ের বিষয় 'রস'কে, ত্বক কেবল ত্বগিন্দ্রিয়ের বিষয় 'স্পর্শ'কে গ্রহণ করে; একটি ইন্দ্রিয় অন্য ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বস্তুকে গ্রহণ করে না, এটি হল ইন্দ্রিয়-ব্যবস্থা। এইরূপ নির্বাচন করে করে গ্রহণ করা কেবল সচেতনের পক্ষেই সম্ভব। সুতরাং, ইন্দ্রিয়গুলি বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন ও সচেতন। ইন্দ্রিয়বিশেষের সদ্‌ভাব থাকলে সেই বিশেষ ইন্দ্রিয়ের বিষয়গ্রহণ সম্ভব হয়; অসদ্‌ভাব থাকলে সম্ভব হয় না – তৎসত্তে তৎসত্তা, তদসত্তে তদসত্তা, এই অন্বয় ও ব্যতিরেকের সাহায্যেও এটাই প্রমাণিত হয় যে ইন্দ্রিয়গুলিই শরীর মধ্যস্থ সচেতন কর্তা। এরূপ ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের অতিরিক্ত সচেতন কোনও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকারের কোনও প্রয়োজনীয়তাই দেখা যায় না।

'আমি দেখছি', 'আমি শুনছি' ইত্যাদি অনুভবই ইন্দ্রিয়াত্মবাদের মূল ভিত্তি। কিন্তু 'আমি দেখছি' এই অনুভবের দ্বারা দর্শনেন্দ্রিয়ের আত্মত্ব প্রতিপন্ন হয় না। "আমি দর্শনজ্ঞানের আশ্রয়; আমার দর্শনজ্ঞান হচ্ছে" এইটুকুই প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু আমি কে? আমি কি চক্ষু? কিংবা চক্ষুভিন্ন অন্য কিছু? এবিষয়ে কিন্তু উক্ত মত স্পষ্ট নয়।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 85
Website: https://tirj.org.in, Page No. 722 - 730
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

চক্ষুরিন্দ্রিয় ভিন্ন দর্শন হয় না বলে দর্শনেন্দ্রিয়ই দর্শনের কর্তা, - এইরূপ কল্পনাও যথার্থ নয়। যেমন, অগ্নিভিন্ন পাক হয় না; সুতরাং অগ্নি পাকের কর্তা, এইরূপ যুক্তি কেউই সঙ্গত বলে স্বীকার করবেন না। দর্শনের কারণ বলে দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষুকে দর্শনের কর্তা বললে, দ্রষ্টব্য বিষয়কেও দর্শনের কর্তা বলতে হয়। কারণ হলেই কর্তা হয় না। দর্শনেন্দ্রিয় দর্শনের কারণ, এটা কেউই অস্বীকার করবেন না; কিন্তু কারণ বলেই যে তা দর্শনের কর্তা এটাও স্বীকার্য্য নয়। দর্শনেন্দ্রিয় দর্শনের কর্তা নয়, সুতরাং তা আত্মাও নয়। যে দর্শনাদির কর্তা সেই আত্মা। দর্শনেন্দ্রিয় দর্শনের করণমাত্র, কর্তা নয়। কর্তা করণের সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করে থাকে। পাচক অগ্নির সাহায্যে পাকক্রিয়া সম্পাদন করে। যার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করা হয় সে করণ এবং যে ক্রিয়া সম্পাদন করে সে কর্তা। অগ্নি করণ এবং পাচক কর্তা। এই রূপে দেখতে পাওয়া যায় যে, দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষু দর্শনের করণমাত্র; কর্তা নয়। কর্তা ও করণ ভিন্ন। দর্শনের কর্তা দর্শনেন্দ্রিয় ভিন্ন অন্য কিছু। 'আমি দেখছি' এই বাক্য "আমি চক্ষু দ্বারা দেখছি" এইরূপ পূর্ণবাক্যের সংক্ষেপরূপ মাত্র। এই বাক্য সংক্ষেপের উপর নির্ভর করেই ইন্দ্রিয়াত্মবাদের উৎপত্তি। কর্তার অভাবে যেমন কার্য হতে পারে না, করণের অভাবেও তেমনই কর্তার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হয় না।

সুতরাং, নৈয়ায়িকের সিদ্ধান্ত হল, কর্তা "আমি" দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষু নয়। চক্ষু করণ মাত্র। কিন্তু কে এই কর্তা 'আমি'? – যঃ পশ্যতি, শৃণোতি, জিঘ্রতি, বদতি, স্পৃশতি? – যে দেখছে, শুনছে, ঘ্রাণ নিচ্ছে, কথা বলছে বা স্পর্শ করছে সে? কিন্তু, ইন্দ্রিয় 'আমি' হলে এক দেহে অনেক 'আমি' বা আত্মা বা চৈতন্যের সমাবেশ হয়ে পড়ে। 'আমি দেখছি' – এই স্থলে 'আমি' দর্শনেন্দ্রিয়; 'আমি শুনছি' – এই স্থলে 'আমি' শ্রবণেন্দ্রিয়; 'আমি স্পর্শ করছি' – এইস্থলে 'আমি' ত্বগিন্দ্রিয়; এইভাবেই, যখন আমি ঘ্রাণ নিচ্ছি তখন আমি ঘ্রাণেন্দ্রিয়; যখন কথা বলছি তখন আমি বাগিন্দ্রিয়। এইরূপে একই দেহে অনেক আমি-র সমাবেশে শরীর উন্মথিত অর্থাৎ বিনষ্ট অথবা নিষ্ক্রিয় হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু তা তো বাস্তবে হয় না। সুতরাং, ইন্দ্রিয় সকল আমি নয়।

ইন্দ্রিয়াত্মবাদের স্বীকারে অনেক অনুপপত্তি উপলব্ধি করে পরবর্তীকালে চার্বাকগণ বলেন যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বিশেষ বা কোন ইন্দ্রিয় না থাকলেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। নিদ্রাবস্থায় সকল ইন্দ্রিয়ের কার্য বন্ধ থাকলেও প্রাণের কার্য শ্বাসপ্রশ্বাস চলতেই থাকে। এই চিরজাগ্রত, অক্লান্তকর্মা প্রাণই আত্মা, প্রাণই ইন্দ্রিয়বর্গের পরিচালক কর্তা। ইন্দ্রিয়সমূহ নিজ নিজ অস্তিত্বের জন্য এবং স্ব-স্ব-ব্যাপারের জন্য প্রাণের উপরই নির্ভরশীল; ইন্দ্রিয়গণ স্বয়ং কর্তা নয়। কোনও ঊর্ধতন কর্তার আদেশ অনুসারে, ভৃত্যের ন্যায় তারা আপন আপন কার্য সম্পাদন করে থাকে। কিন্তু এখানেও সেই একই প্রশ্ন জাগে, কে এই ঊর্ধতন কর্তা?

প্রাণাত্মবাদী চার্বাকগণ বলেন, প্রাণই এই ঊর্ধতন কর্তা। প্রাণকে আত্মারূপে স্বীকার করলে ইন্দ্রিয়াত্মবাদের বিরুদ্ধে আপত্তিগুলি নিরাকৃত হয়।

ইন্দ্রিয়ের আত্মত্ব স্বীকার করলে একদেহে অনেক চেতনের সমাবেশ স্বীকার করতে হয়। কিন্তু পূর্বেই বলা হয়েছে, একদেহে অনেক চেতনের সমাবেশ স্বীকার করলে শরীর উন্মথিত বা নিষ্ক্রিয় হতে পারে। প্রাণের আত্মত্ব স্বীকার করলে এই অনুপপত্তি আর থাকে না।

দেহাত্মবাদ বা ইন্দ্রিয়াত্মবাদ স্বীকার করলে অপর আরেকটি অনুপপত্তি হল পূর্বানুভূত বিষয়ের স্মরণ। বাল্যাবস্থায় যে বিষয়ের অনুভব করা হয়, বৃদ্ধাবস্থায় তার স্মরণ হয়ে থাকে। দেহাত্মবাদ স্বীকার করলে এই স্মরণ হতে পারে না, কারণ বাল্যাবস্থার শরীর এবং বৃদ্ধাবস্থার শরীর এক নয়। যে যা অনুভব করে সেই তা অনুভব করতে পারে, কিন্তু অন্যের অনুভূত বিষয় অপরে স্মরণ করতে পারে না। বাল্যাবস্থার শরীর অনুভব করছে ঠিকই কিন্তু সে স্মরণ করছে না। বৃদ্ধাবস্থার শরীর স্মরণ করছে কিন্তু তা সে অনুভব করেনি। এই কারণে বাল্যাবস্থার শরীর যা অনুভব করেছে, বৃদ্ধাবস্থার শরীর তা কখনোই স্মরণ করতে পারে না। প্রাণাত্মবাদ স্বীকার করলে এই আপত্তি অনায়াসে নিরাকৃত হয়। বাল্যাবস্থা ও বৃদ্ধাবস্থার শরীরের ভেদ হলেও প্রাণের ভেদ হয় না।

ইন্দ্রিয়াত্মবাদ স্বীকার করলে আরও অনুপপত্তি হয়। বিভিন্ন ইন্দ্রিয় বিভিন্ন বিষয় গ্রহণের কারণ। দেখা গেছে কোন ইন্দ্রিয়ই একাধিক বিষয় গ্রহণ করতে পারে না। কিন্তু 'যে আমি এই বস্তুটিকে দেখেছিলাম সেই আমিই এখন তা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 85
Website: https://tirj.org.in, Page No. 722 - 730
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্পর্শ করছি' – এইরূপ অনুভব সর্বজনসিদ্ধ। এইরূপ অনুভব দর্শন ও স্পর্শনের এককর্তৃকত্ব অপেক্ষা করে। ইন্দ্রিয়াত্মবাদ স্বীকার করলে তা সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয়াত্মবাদে দর্শন ও স্পর্শনের কর্তা এক নয় – ভিন্ন ভিন্ন। দর্শনেন্দ্রিয় দর্শনের এবং ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শনের কর্তা। প্রাণের আত্মত্ব স্বীকার করলে এই অনুপপত্তি থাকে না। এছাড়াও, আরোও অনুপপত্তি দেখা দেবে, যেমন – দর্শনেন্দ্রিয় দর্শনের কর্তা হলে কোন বস্তুদর্শনের পর চক্ষু কোন কারণবশতঃ বিনষ্ট হয়ে গেলে পূর্বদৃষ্ট বস্তুর স্মরণ সম্ভব হবে না। যে দ্রষ্টা সেই স্মর্তা হবে – প্রাণাত্মবাদ স্বীকার করলে এই অনুপপত্তি নিরাকৃত হয়। সুতরাং, প্রাণই দ্রষ্টা ও স্মর্তা; প্রাণই আত্মা।[৫]

কিন্তু প্রাণাত্মবাদের বিরুদ্ধেও আপত্তি রয়েছে। প্রাণ তো সচেতন নয়, প্রাণের কোনও ইচ্ছা, অনুভব বা বোধ থাকতে পারে না। যখন নিদ্রাবস্থাতেও প্রাণের কার্য, শ্বাসপ্রশ্বাস চলতে থাকে তখন, প্রাণ ইন্দ্রিয়বর্গের পরিচালক হলে, ইন্দ্রিয়গুলিকে পরিচালনা না করবার কোন বিশেষ কারণ দেখানো যায় না। পুরুষ গাঢ় নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন হলেও প্রাণের নিজক্রিয়া শ্বাসপ্রশ্বাসের কোন ব্যাঘাত হয় না। অথচ সেই সময় সম্বোধন করলেও কিন্তু সুপ্ত পুরুষ জাগ্রত হয় না বা তার মধ্যে সচেতনতার লক্ষণও দেখা যায় না। প্রাণ সচেতন হলে এবং প্রাণই এই সুপ্ত পুরুষ বা ইন্দ্রিয়বর্গের পরিচালক আত্মা হলে কখনোই এরূপ ঘটত না। সুতরাং, প্রাণ আত্মা নয়।

তখন চার্বাকদের আর এক সম্প্রদায় বলেন, মনই আত্মা। মনের ইচ্ছা অনুসারেই দেহ এবং ইন্দ্রিয়বর্গ পরিচালিত হয়। এই মনই কাম, যে কামকে ঋক্‌বেদের ঋষি সৃষ্টির অগ্রজ বলে ঘোষণা করেছিলেন – "কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি মনসো রেতঃ প্রথমং তদাসীৎ।"[৬] এই মন, যা হতে যাবতীয় অনুভব, যাবতীয় বোধ ও যাবতীয় ইচ্ছা উৎপন্ন হয় – সেই মনই আত্মা। এই মনোময় আত্মাই দেহ ও ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা।

দেহ, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের আত্মত্ব স্বীকার করলে যেসকল অনুপপত্তি হয় মনের আত্মত্ব স্বীকার করলে তা নিরাকৃত হয়। সুতরাং মনই আত্মা। মন অপেক্ষা সূক্ষ্মতর কোনও আত্মার অস্তিত্ব এই সম্প্রদায় স্বীকার করেন না। আবার এই মনও দেহধর্মী; স্থূল যান্ত্রিক দেহের সহিতই ভূতচতুষ্টয়ের সংমিশ্রণে তা উৎপন্ন; দেহ বিনষ্ট হলে এই মনও বিনষ্ট হয়ে যায়। দেহ নেই কিন্তু মন আছে, এরূপ কল্পনাও আমরা করতে পারি না। সুতরাং ধূর্ত চার্বাকের দেহাত্মবাদের সহিত এই সম্প্রদায়ের কোনও বিবাদ নেই। পরবর্তীকালের এই চার্বাকগণই সুশিক্ষিত চার্বাক নামে পরিচিত।

মনাত্মবাদের পক্ষে যুক্তি এই যে, মন সর্ববিষয়ক, ইন্দ্রিয়ের মত কোন একটি বিষয় গ্রহণে তার শক্তি সীমিত নয়। ন্যায় দর্শন মতে মন অণু বলে নিত্য। জ্ঞানের যৌগপদ্য স্বীকৃত হয়নি বলে এই দর্শন মনকে অণু বলেন। মনের নিত্যতা থাকায় তা পূর্বাপরকালস্থায়ী, সুতরাং যে সমস্ত পূর্বকথিত হেতু দ্বারা ন্যায়দর্শনে আত্মসাধন করা হয়েছে, মনে তাদের সদ্‌ভাব থাকায় দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন এবং বুদ্ধিরূপ সংঘাতের অতিরিক্ত আত্মা স্বীকারের যুক্তি নেই।[৭]

নৈয়ায়িক মতে এই উক্তিও গ্রহণযোগ্য নয়। বস্তুতঃ জন্যজ্ঞান হলেই তা ইন্দ্রিয় হতে উৎপন্ন হয় – চক্ষু না থাকলে রূপের জ্ঞান হয় না। তেমনই সুখের অনুভূতি এবং স্মৃতির জন্যও কোন অন্তরিন্দ্রিয় অবশ্য প্রয়োজন। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক তাকেই মন বলেছেন। সেই মন জ্ঞানের সাধন মাত্র কিন্তু স্বয়ং জ্ঞাতা নয়। সাধন যদি জ্ঞাতা হয় তবে প্রদীপও রূপদর্শী। অতএব মনের অতিরিক্ত আত্মা অবশ্যই আছে, সেই আত্মাকে মন বললে শুধু নামভেদই হয়। সুতরাং আত্মা ও মন ভিন্নই।

।। খ।।
মনের ইন্দ্রিয়ত্ব খন্ডনে পূর্বপক্ষী ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্রের মত

বেদান্তপরিভাষাকার বলেন, অন্তঃকরণ যে ইন্দ্রিয় তাতে কোন প্রমাণ নেই। কিন্তু যদি "মনঃষষ্টানি ইন্দ্রিয়ানি"[৮] – এই ভগবদ্‌গীতা বাক্যকে প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হয় এবং বলা হয়, - যে বস্তু যে জাতীয় বস্তুর সংখ্যার পূরক হয়, সেই বস্তু সেই জাতীয়ই হয়ে থাকে – এটাই সর্বসম্মত নিয়ম। বেদে ও গীতাতে মনকে ইন্দ্রিয়ের সংখ্যার পূরক বলেই উক্ত আছে। সুতরাং এর থেকে অনুমান করা যেতে পারে – "মনঃ ইন্দ্রিয়ম্ ইন্দ্রিয়-গত-সংখ্যা-পূরকত্বাৎ, যৎ নৈবং, তৎ নৈবং"[৯] – অর্থাৎ মন ইন্দ্রিয়, যেহেতু তাতে ইন্দ্রিয়গত সংখ্যার পূরকত্ব আছে, যে এইরূপ নয় অর্থাৎ ইন্দ্রিয় নয়, সে এরূপ নয় অর্থাৎ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 85
Website: https://tirj.org.in, Page No. 722 - 730
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ইন্দ্রিয়গত সংখ্যার পূরক নয়, অতএব পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারে, মনের ইন্দ্রিয়ত্বই সিদ্ধ হয়। সুতরাং মনের ইন্দ্রিয়ত্বে প্রমাণ রয়েছে তা বলা যায়। পূর্বোক্ত বেদ ও ভগবদ্‌গীতা বাক্য এবং পূর্বোক্ত অনুমানই মনের ইন্দ্রিয়ত্বে প্রমাণ।

এক্ষেত্রে, বেদান্তপরিভাষাকার বলেন, মনের ইন্দ্রিয়ত্ব প্রতিপাদনে পূর্বপক্ষীর বক্তব্য যুক্তিযুক্ত নয়, যেহেতু অনিন্দ্রিয় মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গত ষট্‌ত্ব সংখ্যার পূরণে কোন বিরোধ নেই। যে বস্তু যে জাতীয় বস্তুর সংখ্যার পূরক হবে, সেই বস্তু সেই জাতীয়ই হবে – এইরূপ নিয়ম অব্যভিচারী নয়। 'যজমান-পঞ্চমা ইড়াৎ ভক্ষয়ন্তি' – এই স্থলে অ-ঋত্বিক যজমানের দ্বারা ঋত্বিকগত পঞ্চত্ব সংখ্যার পূরণ দেখা যায়। এই বেদবাক্যে 'ঋত্বিজঃ' এই বিশেষ্য পদটি উহ্য আছে। 'যজমানঃ পঞ্চমো যেষাং ঋত্বিজাং' (যজমান পঞ্চম যে ঋত্বিক সমূহের) এইরূপ বিগ্রহে বহুব্রীহি সমাসে নিষ্পন্ন "যজমান পঞ্চমা" পদটি ঋত্বিকের বিশেষণ। এই বাক্যের দ্বারা যজমানের সাথে সাথে আরোও চারজন ঋত্বিকের ইড়াভক্ষণ বিহিত আছে। যজমান যদি ঋত্বিক হতেন, তবে ঋত্বিকগণের ইড়াভক্ষণের দ্বারা তাঁরও ইড়াভক্ষণ প্রাপ্ত হত এবং 'যজমান পঞ্চমা' এরূপ বলাও নিরর্থক হত। শ্রুতিতে যখন 'যজমান পঞ্চমা' এইরূপ বলা হয়েছে তখন বুঝতে হবে – যজমান ঋত্বিক নন। অথচ এইস্থলে অ-ঋত্বিক যজমানের দ্বারা ঋত্বিকগত পঞ্চত্ব সংখ্যার পূরণ হয়েছে। এইরূপ অনিন্দ্রিয় মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গত সংখ্যার পূরণ হতে পারে। সুতরাং 'যে যার সংখ্যার পূরক হবে, সে সেই জাতীয়ই হবে' – এই নিয়ম বা অনুমান এস্থলে ব্যভিচারী। সুতরাং এর দ্বারা মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সিদ্ধি হয় না। মনের ইন্দ্রিয়ত্বে অন্য কোন প্রমাণও নেই। তাই বেদান্তপরিভাষাকার বলেন, "অনিন্দ্রিয়েণাপি ... ইত্যাদি"।

মীমাংসা দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ে "স্বামি-সপ্তদশত্বাধিকরণে" মহর্ষি জৈমিনি ও শবরস্বামী যজমানকে ঋত্বিক বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। কুমারিল ভট্টও টুপটীকায় এই সিদ্ধান্তপক্ষ সমর্থন করেছেন। সুতরাং যজমানও ঋত্বিক। ঋত্বিকের ইড়াভক্ষণের দ্বারা যদিও যজমানের ইড়াভক্ষণ প্রাপ্ত হয়েছে, সুতরাং "যজমান পঞ্চমাঃ", এইরূপ বলার আর কোনই আবশ্যকতা নেই, তথাপি বিশেষ নিয়মের জন্য "যজমান-পঞ্চমাঃ" পদটি প্রযুক্ত হয়েছে। অতএব পূর্বোক্ত নিয়ম ব্যভিচারী নয়। নৈয়ায়িকের এইরূপ আপত্তির সম্ভাবনায় ব্যভিচারের অন্য একটি স্থল দেখাতে গিয়ে বেদান্তপরিভাষাকার বললেন, - "বেদানধ্যাপয়ামাস মহাভারতপঞ্চমান্"[১০] – যদিও যজমানের ঋত্বিকত্ব বাক্যসিদ্ধ, তথাপি মহাভারতের বেদত্ব বাক্যসিদ্ধ নয়, লোকসিদ্ধও নয়, - তা শুধুমাত্র ইতিহাস হিসাবেই প্রসিদ্ধ। এইস্থলে সেই অ-বেদ মহাভারতের দ্বারা যেমন বেদগত সংখ্যার পূরণ হয়েছে, তদ্রূপ অনিন্দ্রিয় মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়গত সংখ্যার পূরণ হয়ে থাকে। সুতরাং পূর্বোক্ত নিয়ম বা অনুমানটি এই স্থলে ব্যভিচারী। অতএব এর দ্বারা মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সিদ্ধি হয় না। পূর্বোক্ত গীতাবাক্যও মনের ইন্দ্রিয়ত্ব সিদ্ধির পক্ষে প্রমাণ নয়।

সুতরাং, মনের ইন্দ্রিয়ত্বে কোন সাধক প্রমাণ নেই – এটা দেখানো হল। এখন মনের ইন্দ্রিয়ত্বে বাধক প্রমাণ দেখানোর উদ্দেশে বেদান্তপরিভাষাকার বললেন, ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা ইত্যাদি। যে পদার্থগুলি দ্বারা স্থূল ইন্দ্রিয়গুলি আরব্ধ, সেই পদার্থগুলি ইন্দ্রিয়সমূহ হতে পর অর্থাৎ সূক্ষ্ম ও মহৎ। সেই পদার্থগুলি হতে মন অর্থাৎ মনের আরম্ভক ভূতসূক্ষ্ম পর অর্থাৎ সূক্ষ্মতর ও মহৎ - এটাই শ্রুতিবাক্যের শৌতার্থ। যদিও এই শ্রুতিবাক্যে বা অন্যান্য শ্রুতিতে সাক্ষাৎভাবে মনকে অনিন্দ্রিয় বলা হয়নি, তবুও ইন্দ্রিয় ও মনের পৃথক নির্দেশবশতঃ মনকে অনিন্দ্রিয় বলেই বুঝতে হবে। এইরূপে অন্যান্য শ্রুতি এবং ইন্দ্রিয়বর্গের উপদেশ করার পরে মনের উপদেশ করলেই বোঝা যায় মন ইন্দ্রিয় নয়। মনের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদনের জন্য ইন্দ্রিয় হতে মনের পৃথকভাবে উপদেশ করা হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়েরই পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য আছে। বৈশিষ্ট্যই যদি পৃথক উপদেশের হেতু হতো, তবে সমস্ত ইন্দ্রিয়ই পৃথক পৃথক ভাবে উপদিষ্ট হত। কিন্তু তা যখন হয় নি, তখন অবশ্যই বৈশিষ্ট্য পৃথক উপদেশের হেতু নয়। বরং অনিন্দ্রিয়ত্বই পৃথক উপদেশের হেতু। সুতরাং, অন্তঃকরণ বা মন ইন্দ্রিয় নয়। তাছাড়াও, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন গ্রহণীয় বিষয় আছে, মনের সেরূপ গ্রহণীয় কোন বিষয় নেই। সুখ-দুঃখ প্রভৃতি যা যা মনের বিষয় বলে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক সমাজে প্রসিদ্ধ, বেদান্ত মতে কিন্তু সেগুলি মনের বিষয় নয়, বরং তা সাক্ষাৎ সাক্ষিজ্ঞানের বিষয়। সুতরাং মনের গ্রহণীয় বিষয় না থাকায় মনকে ইন্দ্রিয়ও বলা যায় না। আর, মন যদি ইন্দ্রিয় হতো তবে তা চক্ষু কর্ণাদির ন্যায় অন্য ইন্দ্রিয়ের সহকারী হত না। কিন্তু মন যেহেতু অন্য ইন্দ্রিয়ের সহকারী, সেহেতু তা ইন্দ্রিয় নয়। বৌদ্ধ মতাবলম্বী দীঙনাগও মনকে ইন্দ্রিয় বলে স্বীকার করেননি।[১১]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 85
Website: https://tirj.org.in, Page No. 722 - 730
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

এইভাবে বেদান্তপরিভাষাকার মনের ইন্দ্রিয়ত্ব খন্ডন করেছেন। এখন, নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক মতে মন ইন্দ্রিয় বলে স্বীকৃত। ন্যায় ও বৈশেষিক সম্প্রদায় মনের ইন্দ্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করার পূর্বে ইন্দ্রিয় বলতে কি বোঝায়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ দিয়েছেন।

।। গ।।
ন্যায় ও বৈশেষিক মতে ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ

'ইন্দ্র' শব্দের উত্তর 'ঘ' প্রত্যয় যোগে, 'ইন্দ্রিয়' শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। 'ইন্দ্র' শব্দের অর্থ জীবাত্মা। এই জীবাত্মার অনুমাপক হওয়ায় চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতিকে ইন্দ্রিয় বলা হয়। তর্কভাষাকার ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ দিয়েছেন, - "শরীরসংযুক্তং জ্ঞানকরণম্ অতীন্দ্রিয়ম্ ইন্দ্রিয়ম্" অর্থাৎ যা শরীরে সংযুক্ত, জ্ঞানের করণ এবং অতীন্দ্রিয় (অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গৃহীত হয় না) – তাই হল ইন্দ্রিয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলি শরীরসংযুক্ত, রূপাদিজ্ঞানের করণ এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হওয়ায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহে উক্ত ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ সমন্বিত হয়।

"শরীরসংযুক্তং জ্ঞানকরণম্ অতীন্দ্রিয়ম্ ইন্দ্রিয়ম্"[১২] – এটি হল ইন্দ্রিয়ের অদুষ্ট ও সম্পূর্ণ লক্ষণ। লক্ষণে যদি "জ্ঞানকরণম্" এই অংশটি প্রযুক্ত না হত, তাহলে কাল প্রভৃতি পদার্থে ইন্দ্রিয়ের লক্ষণটি অতিব্যাপ্ত হত। কারণ, কাল বিভু হওয়ায় অবশ্যই শরীরসংযুক্ত হয়, এবং তা অতীন্দ্রিয়ও বটে।

লক্ষণে যদি 'শরীরসংযুক্তম্' এই অংশটি নিবিষ্ট না হত, তাহলে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষে ইন্দ্রিয়লক্ষণটি অতিব্যাপ্ত হত। কারণ ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষ নির্বিকল্পকজ্ঞানরূপ ব্যাপারের দ্বারা সবিকল্পকজ্ঞানের করণ হয়ে থাকে এবং এই সন্নিকর্ষ অতীন্দ্রিয়ও বটে।

লক্ষণে যদি 'অতীন্দ্রিয়ম্' এই অংশটি নিবিষ্ট না হত অর্থাৎ "শরীরসংযুক্তং জ্ঞানকরণম্" কেবল এইটুকু ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ হত, তাহলে আলোকে লক্ষণটি অতিব্যাপ্ত হত। কারণ, আলোক যেমন শরীরসংযুক্ত হয়, তেমনই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের করণও হয়।

গঙ্গেশোপাধ্যায় প্রভৃতি নব্যনৈয়ায়িকগণের মতে ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ হল – "শব্দেতরোদ্ভূত-বিশেষগুণানাশ্রয়ত্বে সতি জ্ঞানকারণমনঃসংযোগাশ্রয়ত্বম্ ইন্দ্রিয়ত্বম্"[১৩] – অর্থাৎ যা শব্দভিন্ন উদ্ভূত বিশেষগুণের আশ্রয় না হয়ে জ্ঞানের কারণীভূত মনঃসংযোগের আশ্রয় হয়, তা হল ইন্দ্রিয়।

অন্নংভট্ট তাঁর স্বকৃত *দীপিকা* টীকায় ইন্দ্রিয়ের গঙ্গেশকৃত লক্ষণটিই দিয়েছেন, অর্থাৎ, ইন্দ্রিয় তাকে বলে, যা শব্দভিন্ন উদ্ভূতবিশেষগুণের আশ্রয় হয় না, অথচ জ্ঞানের কারণীভূত মনঃসংযোগের আশ্রয় হয়[১৪]। লক্ষণটিকে সহজবোধ্য করতে গিয়ে বলা হয়েছে, – আত্মা+মন+চক্ষুরাদি+বিষয় = প্রত্যক্ষজ্ঞান। স্থলবিশেষে আত্মা+মন+বিষয় = প্রত্যক্ষজ্ঞান। প্রথমটি বাহ্যপ্রত্যক্ষ, দ্বিতীয়টি আন্তরপ্রত্যক্ষ। তাৎপর্য্য এই যে, বাহ্যপ্রত্যক্ষস্থলে আত্মার সহিত মনের সংযোগ, মনের সহিত চক্ষুরাদির অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক এই পাঁচটির যে কোনো একটির সংযোগ এবং চক্ষুরাদির সহিত গ্রাহ্যবিষয়ের সংযোগাদি হলে পর আত্মাতে ঐ বিষয়ের প্রত্যক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়। চক্ষুর সহিত বিষয়সংযোগে প্রত্যক্ষস্থলে আলোকসংযোগও অপেক্ষিত হয়। এই প্রত্যক্ষজ্ঞানের কারণভূত মনঃসংযোগের আশ্রয় আত্মা, মন ও চক্ষুরাদি। আত্মার সহিত মনের সংযোগ ও চক্ষুরাদির সহিত মনের সংযোগ হয়েছে। সংযোগ দ্বিনিষ্ঠ হওয়ায় আত্মমনঃসংযোগ আত্মাতে ও মনেতে আছে, চক্ষুরাদির সহিত মনের সংযোগ চক্ষুরাদিতে ও মনে আছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়রূপে মন ও চক্ষুরাদিকেই গ্রহণ করতে হবে। ইন্দ্রিয়লক্ষণে যে জ্ঞান শব্দ উল্লিখিত আছে, তার অর্থ প্রত্যক্ষজ্ঞান। প্রত্যক্ষজ্ঞানের কারণ মনঃসংযোগের আশ্রয় যেমন মন ও চক্ষুরাদি হচ্ছে, তেমনই আত্মাও হচ্ছে, অথচ আত্মা ইন্দ্রিয় নয়। প্রত্যক্ষজ্ঞানকারণ-মনঃসংযোগাশ্রয়ত্বই ইন্দ্রিয়ত্ব বললে আত্মাতে অতিব্যাপ্তি হয়ে যায়। এই অতিব্যাপ্তি বারণের জন্য বৈশেষিকগণ বলেন, – বিশেষগুণের আশ্রয় না হয়ে যা প্রত্যক্ষ জ্ঞানকারণ মনঃসংযোগের আশ্রয় হবে, তাই ইন্দ্রিয়। এখন আর আত্মাতে অতিব্যাপ্তি হবে না। আত্মা বিশেষগুণের অনাশ্রয় নয়। বুদ্ধি, সুখ-দুঃখ আদি বিশেষগুণের আশ্রয়ই হয় আত্মা। সুতরাং, আত্মাতে ইন্দ্রিয়লক্ষণ প্রযুক্ত হবে না।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 85
Website: https://tirj.org.in, Page No. 722 - 730
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ন্যায় ও বৈশেষিক মতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মন – এই ছ'টি ইন্দ্রিয়। এর মধ্যে মন হল অন্তরিন্দ্রিয়, যেহেতু মন সুখ-দুঃখাদি আন্তর পদার্থের গ্রাহক হয়। চক্ষু প্রভৃতি অপর পাঁচটি হল বহিরিন্দ্রিয়, যেহেতু এগুলি বাহ্যপদার্থের গ্রাহক। যা বিষয়ের উপলব্ধির সাধন, তা ইন্দ্রিয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি উপলব্ধির সাধন না হওয়ায় এগুলিকে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে ইন্দ্রিয় বলা হয় না। তবে সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনে, বাক্, পাণি প্রভৃতি পাঁচটিকে কর্মেন্দ্রিয় নামে অভিহিত করা হয়েছে।

।। ঘ।।

মনের ইন্দ্রিয়ত্ব প্রতিপাদনে ন্যায় ও বৈশেষিক মত

ন্যায় ও বৈশেষিক মতে, যে ইন্দ্রিয় আত্মনিষ্ঠ সুখাদি বিশেষগুণের উপলব্ধির সাধন বা করণ হয়, তাই হল মন। বহিরিন্দ্রিয় বাহ্যবস্তুকে আর 'মন' নামক আন্তরিন্দ্রিয় আন্তর বস্তুকে গ্রহণ করতে সক্ষম।

নৈয়ায়িকগণ মনের ইন্দ্রিয়ত্ব প্রতিপাদনের জন্য বলেন, যে জ্ঞান ইন্দ্রিয় হতে জন্মায়, সেই জ্ঞানই আমাদের মতে প্রত্যক্ষ। বেদান্তীর মতে, মন ইন্দ্রিয় না হলে মনোজন্য সুখ, দুঃখাদির জ্ঞান ইন্দ্রিয় হতে উৎপন্ন না হওয়ায় প্রত্যক্ষ না হোক?[১৫] - এর স্বপক্ষে হেতু দিতে গিয়ে নৈয়ায়িকগণ বললেন, "ইন্দ্রিয়ান্যজত্বাৎ"[১৬] – যেহেতু সুখ-দুঃখাদির জ্ঞান ইন্দ্রিয়জন্য নয়, সেই হেতু তাতে ইন্দ্রিয়জন্যত্ব নেই। প্রত্যক্ষত্বের প্রযোজক ইন্দ্রিয়জন্যত্ব না থাকায় তাতে প্রত্যক্ষত্বও থাকবে না, আর প্রত্যক্ষত্ব না থাকলে তা প্রত্যক্ষও হবে না। অথচ ঐগুলি তো প্রত্যক্ষ। সুতরাং এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষত্ব ও তার প্রযোজক ইন্দ্রিয়জন্যত্ব অবশ্যই স্বীকার্য্য। আর মনকে ইন্দ্রিয় বললেই তাতে ইন্দ্রিয়জন্যত্ব থাকে, অন্যথা সম্ভব নয়। অতএব, মন ইন্দ্রিয়ই।

জীবাত্মা এবং সুখ-দুঃখাদির প্রত্যক্ষের করণ হল মন। রূপাদির উপলব্ধি 'ক্রিয়া' বলে যেমন চক্ষুরাদিরূপকরণসাধ্য, তদ্রূপ সুখাদির উপলব্ধি 'ক্রিয়া' বলে তাও অবশ্যই করণসাধ্য। যা সুখাদি উপলব্ধির করণ, তাই মন। মন অন্তঃকরণ বা অন্তরিন্দ্রিয়, চক্ষুরাদি বহিঃকরণ বা বহিরিন্দ্রিয়। রূপাদি বাহ্যবিষয়ের উপলব্ধির জন্য যেরূপ চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় অপেক্ষিত, সুখাদি আন্তরবিষয়ের উপলব্ধির জন্যও সেইরূপ অন্তরিন্দ্রিয় অপেক্ষিত।

সাংখ্যমতে তৃতীয় পদার্থ অহংকারতত্ত্ব। অহংকারতত্ত্বও দ্রব্যপদার্থ বলেই স্বীকৃত। নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিক আচার্য্যগণ আদৌ অহংকার নামে কোন দ্রব্য স্বীকার করেন না। সাংখ্যমতে, অভিমান অহংকারের অসাধারণ বৃত্তি। বৈশেষিকাদি মতে, তা জ্ঞানবিশেষমাত্র।[১৭] সাংখ্যাচার্য্যাদিগের মতে, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চতন্মাত্র অহংকারের কার্য। পঞ্চতন্মাত্র থেকে পঞ্চবিধ পৃথিব্যাদি পরমাণু এবং পরমাণু থেকে স্থূল পৃথিব্যাদির উৎপত্তি হয়েছে। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্য্যগণ ইন্দ্রিয়বর্গ স্বীকার করেছেন, একথা সত্য, কিন্তু তাদের অহংকারিকত্ব স্বীকার করেননি। মন অভৌতিক, কিন্তু অপরাপর ইন্দ্রিয়গুলি ভৌতিক, সুতরাং পৃথিব্যাদির অন্তর্গত। মন একটি স্বতন্ত্র দ্রব্যপদার্থ। কোন কোন সাংখ্যাচার্য্য একটিমাত্র অন্তঃকরণ স্বীকার করেছেন। কার্যভেদে নামভেদ হওয়াতে এক অন্তঃকরণকেই মন, বুদ্ধি ও অহংকার শব্দে অভিহিত করা হয়। এইমত সম্মত অন্তঃকরণ কণাদের মনঃপদার্থ ভিন্ন আর কিছুই নয়। নৈয়ায়িক আচার্য্যেরা বলেন, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় কুড্যাদি দ্বারা প্রতিহত হয়ে থাকে বলে কুড্যাদি ব্যবহিত বস্তু গ্রহণ করতে পারে না। এই জন্য ইন্দ্রিয়সকল ভৌতিক, কেননা প্রতিঘাত ভৌতিকধর্ম। ইন্দ্রিয়সকল অভৌতিক অর্থাৎ আহংকারিক হলে তাদের প্রতিঘাত হতে পারত না। মন অভৌতিক পদার্থ; তদ্বারা ব্যবহিত বস্তুরও অনুমিতি হয়ে থাকে, মন অভৌতিক বলে সমস্ত বিষয়ের গ্রহণে সমর্থ। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় কিন্তু এক একটি মাত্র বিষয়ের গ্রহণেই সমর্থ। এতদ্বারা প্রতিপন্ন হচ্ছে যে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় ভৌতিক। তারা স্ব-স্ব-প্রকৃতিরূপ ভূতের গুণ গ্রহণেই সমর্থ। ঘ্রাণেন্দ্রিয় পার্থিব বলে গন্ধের এবং চক্ষুরিন্দ্রিয় তৈজস বলে রূপের গ্রহণ করতে সমর্থ ইত্যাদি। ইন্দ্রিয়সকল অভৌতিক হলে মনের ন্যায় সমস্ত ইন্দ্রিয় সমস্ত বিষয়ের গ্রহণে সমর্থ হত।[১৮]

সাংখ্যমতে বুদ্ধীন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় – এই দুই প্রকার বাহ্য ইন্দ্রিয় স্বীকার করা হয়েছে।[১৯] বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় রূপে স্বীকৃত। ন্যায় ও বৈশেষিকগণ কর্মেন্দ্রিয় স্বীকার করেন না, তাঁদের মতে, জ্ঞানোৎপত্তির কারণীভূত মনঃসংযোগের আত্মভিন্ন আশ্রয়কে ইন্দ্রিয় বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় জ্ঞানের কারণ বা করণ হয়। বাক্, পাণি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 85
Website: https://tirj.org.in, Page No. 722 - 730
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রভৃতি জ্ঞানের করণ না হওয়ায় অর্থাৎ জ্ঞানকারণীভূত মনঃসংযোগের আশ্রয় না হওয়ায় ইন্দ্রিয় পদবাচ্য হয় না।[২০] 'ইন্দ্র' শব্দের সহিত তদ্ধিত 'ঘ' প্রত্যয় মিলিত হয়ে ইন্দ্রিয় শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। তদ্ধিত প্রত্যয়ের অর্থ হল লিঙ্গ বা জ্ঞাপক। 'ইন্দ্র' শব্দের অর্থ আত্মা। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে"[২১] – এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা জানা যায় যে, আত্মা ইন্দ্রপদবাচ্য। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি যেমন আত্মার লিঙ্গ হয়, বাক্,পাণি প্রভৃতিও তেমনই আত্মার লিঙ্গ হয়। ইন্দ্রের বা আত্মার লিঙ্গ হওয়ার জন্য উভয়েরই ইন্দ্রিয়ত্ব অবশ্যস্বীকার্য্য। মন ইন্দ্রিয় কারণ, মনও জ্ঞানের কারণ বা করণ হয়, (সুখ-দুঃখ প্রভৃতি জ্ঞানের করণ)।

সপ্তবিংশ কারিকায় আচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ মনের পরিচয় প্রদান কালে বলেছেন – একাদশ ইন্দ্রিয় মন উভয়াত্মক,[২২] মন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কার্যের সহায়ক হয় এবং কর্মেন্দ্রিয়ের কার্যেরও সহায়ক হয়। মনের সাহায্য না পেলে জ্ঞানেন্দ্রিয় যেমন জ্ঞান উৎপাদন করতে পারত না, তেমনই কর্মেন্দ্রিয়ও কর্ম সাধনে সমর্থ হয় না। এই জন্য মনকে উভয়েন্দ্রিয়স্বরূপ বলা হয়েছে। চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় ও বাগাদি কর্মেন্দ্রিয় মনের দ্বারা অধিষ্ঠিত হলে অর্থাৎ মনের সহিত সংযুক্ত হলে স্ব-স্ব-বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। মনঃসংযোগ না হলে উক্ত ইন্দ্রিয়গুলি স্ব-স্ব-কার্য সাধনে প্রবৃত্ত হয় না বা সমর্থ হয় না, এইজন্য মনকে উভয়াত্মক বলা হয়েছে। "মনঃ বুদ্ধীন্দ্রিয়ং বুদ্ধীন্দ্রিয়কার্য্যজনকসংযোগাশ্রয়ত্বাৎ চক্ষুরাদিবৎ"[২৩] – এই অনুমানের দ্বারা মনের বুদ্ধীন্দ্রিয়ত্ব সিদ্ধ হয় এবং "মনঃ কর্মেন্দ্রিয়ং কর্মেন্দ্রিয়কার্য্যজনকসংযোগাশ্রয়ত্বাৎ বাগাদিবৎ"[২৪] – এই অনুমানের দ্বারা মনের কর্মেন্দ্রিয়ত্ব সিদ্ধ হয়।

সুতরাং, আত্মাতে থাকে যে বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন নামক গুণ – তাদের আমরা প্রত্যক্ষও করতে পারি। আর একথা সর্বসম্মত যে, প্রত্যক্ষ করতে হলে কোনো এক ইন্দ্রিয়ের সহায়তা স্বীকার করতেই হবে। আর যেহেতু এগুলি আন্তরগুণ, সেহেতু এদের প্রত্যক্ষ বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা কোনোভাবেই সম্ভব নয়, তাই এদের প্রত্যক্ষে কোনো এক ইন্দ্রিয় অবশ্যস্বীকার্য্য। - সুখাদির প্রত্যক্ষের উপপত্তি হয় মন দ্বারা, অতএব মনকে ইন্দ্রিয়ই বলতে হয়।

Reference:

১. ছান্দোগ্যোপনিষৎ-৫/১/৭
২. দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী; *চার্বাক দর্শন,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা-১৩, বৈশাখ ১৩৬৬ (প্রথম প্রকাশ), পৃ. ১৩৩, ১৩৪
৩. ঐ, পৃ. ১৩৪
৪. ঐ, পৃ. ১৪০, ১৪১
৫. ঐ, পৃ. ১৪৫
৬. ঐ, পৃ. ১৪৬
৭. "আত্মপ্রতিপাদকানাং হেতুনাং মনসি সম্ভবো যতঃ, মনো হি সর্ববিষয়মিতি। তস্মান্ন শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিসংঘাতব্যতিরিক্ত আত্মেতি" - বাৎস্যায়ন, *ন্যায়সূত্রভাষ্য* ৩/১/১৫।
৮. শ্রীমদ্-ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র, *বেদান্ত পরিভাষা,* বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি-শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা-৬, পৌষ ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ (প্রথম প্রকাশ), পৃ. ২২, ২৩
৯. ঐ, পৃ. ২৩
১০. ঐ, পৃ. ২৪
১১. "ন সুখাদি প্রমেয়ং বা মনোবাস্তীন্দ্রিয়ান্তরম্। অনিষাধাদুপাত্তঞ্চেদন্যেন্দ্রিয়রুতং বৃথা" – দিঙনাগ, *প্রমাণসমুচ্চয়,* পৃ. ১
১২. শ্রীকেশবমিশ্র, *তর্কভাষা,* দ্বিতীয় খন্ড, বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি-শ্রীগঙ্গাধর কর ন্যায়াচার্য, মহাবোধি বুক এজেন্সি, কলকাতা-৭৩, পৌষ ১৪১৫ (প্রথম প্রকাশ), পৃ. ৫৭
১৩. ঐ, পৃ. ৫৯

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 85
Website: https://tirj.org.in, Page No. 722 - 730
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

১৪. শ্রীমদন্নংভট্টবিরচিতঃ, *তর্কসংগ্রহদীপিকা*, বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা-শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা-৬, আশ্বিন ১৩৯০ (দ্বিতীয় পরিবর্ধিত সংস্করণ), পৃ. ১২১, ১২২
১৫. "ন চৈবং মনসোহনিন্দ্রিয়ত্বে" – শ্রীমদ্-ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র, *বেদান্ত পরিভাষা*, বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি-শ্রীমৎ পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা-৬, পৌষ ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ (প্রথম প্রকাশ), পৃ. ২৬
১৬. ঐ, পৃ. ২৬
১৭. তর্কালঙ্কার, চন্দ্রকান্ত, ভারতীয় ষড়্দর্শন শাস্ত্র, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা-৬, ২০০১ (প্রথম অখন্ড শতবার্ষিক সংস্করণ), পৃ. ১৩৩
১৮. ঐ, পৃ. ১৩৪
১৯. বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণরসনত্বগাখ্যানি।/ বাক্পাণিপাদপায়ূপস্থানি কর্মেন্দ্রিয়াণ্যাহুঃ।। ২৬।। ঈশ্বরকৃষ্ণ; সাংখ্য কারিকা, বাচস্পতি মিশ্র; সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা- নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা-৬, মহালয়া ১৪০৬ (তৃতীয় প্রকাশ), পৃ. ২২২
২০. ঐ, পৃ. ২২৬
২১. ঐ, পৃ. ২২৬
২২. উভয়াত্মকমত্র মনঃ, সঙ্কল্পকমিন্দ্রিয়ং চ সাধর্ম্যাৎ। গুণপরিণামবিশেষান্নানাত্বং বাহ্যভেদাশ্চ।। ২৭।। ঐ, পৃ. ২২৭
২৩. ঈশ্বরকৃষ্ণ; সাংখ্যকারিকা, বাচস্পতি মিশ্র; সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, অনুবাদ ও ব্যাখ্যা- নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা-৬, মহালয়া ১৪০৬ (তৃতীয় প্রকাশ), পৃ. ২২৯
২৪. ঐ, পৃ. ২২৯